192428 - কাযা রোযার নিয়ত যথা সময়ে আদায়কৃত রোযার মত রাত থেকে পাকাপোক্ত হওয়া আবশ্যক;

প্রশ্ন

আমি জানতাম না যে, যে নারী রমযান মাসে হায়যেগ্রস্ত ছিল সে নারীকে নফল রোযা পালন করার আগে দ্রুত কাযা রোযা পালন করতে হয়। এ কারণে আমি রমযানের পরে কিছু নফল রোযা রেখেছি। এখন আমি সে রোযাগুলোর নিয়ত কি পরিবর্তন করতে পারব এবং যে রোযাগুলো রেখে ফেলেছি সেগুলোকে কাযা রোযা হিসেবে ধরতে পারব? দিনের বেলায় কি নিয়ত পরিবর্তন করা যায়? অর্থাৎ আমি যদি নফল রোযা হিসেবে রোযাটি রাখা শুরু করি দিনের বেলায় আমি নিয়ত পরিবর্তন করে কাযা রোযার নিয়ত করতে পারব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

যে নফল রোযা পালন করা শেষ হয়ে গেছে সে রোযার নিয়ত পরিবর্তন করে সেটাকে রমযানের ছুটে যাওয়া রোযার কাযা হিসেবে ধরা সঠিক নয়। যেহেতু কাযা রোযার নিয়ত রাত থেকে পাকাপোক্ত হওয়া আবশ্যক। কারণ কাযা আমলের হুকুম সময়মত আদায়কৃত আমলের হুকুমের মত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "যে ব্যক্তি ফজরের আগে নিয়ত পাকা করেনি তার রোযা নেই"।[সুনানে তিরমিযি (৭৩০), আলবানী সহিহুত তিরমিযি' গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন] হাদিসটি বর্ণনা করার পর তিরমিযি বলেছেন: আলেমদের নিকট এই হাদিসের অর্থ হচ্ছে- যে ব্যক্তি রমযানের রোযার নিয়ত ফজরের আগে করেনি কিংবা রমযানের কাযা রোযার নিয়ত ফজরের আগে করেনি কিংবা মানতের রোযার নিয়ত রাত থেকে করেনি। তবে, নফল রোযার নিয়ত সকালে করাও বৈধ। এটি ইমাম শাফেয়ি, আহমাদ ও ইসহাকের অভিমত।[সমাপ্ত]

ইমাম নববী (রহঃ) বলেন:

রমযানের রোযা, কাযা রোযা, কাফ্ফারার রোযা, হজ্জের ফিদিয়ার রোযা ইত্যাদি ওয়াজিব রোযাগুলোর নিয়ত দিনের বেলায় করলে শুদ্ধ হবে না- এতে কোন মতভেদ নেই।[আল-মাজমু (৬/২৮৯) থেকে সমাপ্ত]

[দেখুন: ইবনে কুদামার 'আল-মুগনী' (৩/২৬)]

আরেকটি কারণ হল- ইবাদত পালন শেষ হয়ে যাওয়ার পর নিয়তের পরিবর্তন ইবাদতের উপর কোন প্রভাব ফেলবে না।

সুয়ুত(িরহঃ) 'আল-আশবাহ ওয়ান নাযায়রে' গ্রন্থে (পৃষ্ঠা-৩৭) বলনে:

"যদ িকউে নামায সমাপ্ত করার পর নামায কর্তন করার নয়িত কর আেলমদেরে সর্বসম্মতক্রিম এেত নোমায বাতলি হব নো। অনুরূপ বধিান সকল ইবাদতরে ক্ষত্রেওে প্রযোজ্য।"[সমাপ্ত]

অতএব, য রেোযাগুলো নফল হসিবে পোলন করা হয়ছে সেগুলো কাযা রোযার দায়ত্বি মুক্ত করব নো।

আরকেট িকারণ হচ্ছ-ে স বে্যক্ত িতো নফল রোযা হসিবে আেমলট িশুরু করছে।ে এরপর দনিরে বলোয় ঐ রোযাক কোযা রোযাত পেরবির্তন করার ভাবনা উদ্রকে হয়ছে।ে এর মান সে ব্যক্ত িয দেনিটরি সম্পূর্ণ অংশ ওয়াজবি রোযাত কোটানোর কথা সইে দনিরে কছিু অংশ নফল রোযাত কোটয়িছে।ে তাই এ রোযা ফরয রোযার কাযা হসিবে দোয়ত্বি মুক্ত করব নো। কারণ আমল মূল্যায়তি হয় নয়িত দয়ি।ে যহেতেু স বে্যক্ত দিনিরে কয়িদংশ নফল রোযা রখে কোটয়িছে।ে

আরকেট িকারণ হচ্ছ-ে সাধারণ রোযা থকে নেরি্দষি্ট রোযার দকি নেয়িতরে পরবির্তন; এমনট িকরা সঠকি নয়।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।

তব,ে আমরা এ বষিয় আেপনার দৃষ্ট িআকর্ষণ করত চোই য,ে কারো দায়ত্বি রেমযানরে কাযা রোযা থাকলওে তার জন্য নফল রোযা রাখা নষিদ্ধি নয়; যমেনট িপ্রশ্ন উেল্লখে করা হয়ছে।ে বরং অগ্রগণ্য অভমিত হচ্ছ-ে কারো উপর রেমযানরে কাযা রোযা কংিবা অন্য কোন ফরয রোযা থাকা সত্ত্বওে তার নফল রোযা পালন করা সঠকি হব;ে যতক্ষণ পর্যন্ত পরবর্তী রমযান আসার আগ তোর সামন কোযা রোযা পালন করার মত সময় থাক।ে তব,ে রমযানরে কাযা রোযা পালন করার আগ শোওয়ালরে ছয় রোযা পালন থকে নেষিধে করা হয়; যদওি বষিয়ট িআলমেদরে মাঝ মেতভদেপূর্ণ।

আরও জানত দেখেুন: 39328 নং প্রশ্নোত্তর।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।